জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৪তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

প্রতিপাদ্য

"বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা"

ড. এ. কে. এম. মতিউর রহমান
চেয়ারম্যান
(অতিরিক্ত সচিব)
বিআইডব্লিউটিসি

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অপরূপ লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ। এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী ও সমুদ্র, যা এদেশের সৌন্দর্য্যকে বহুগুনে বৃদ্ধি করেছে। নদীগুলো এদেশের ওপর দিয়ে অবিরাম প্রবাহিত হয়ে দেশকে চির সবুজ রূপ দান করেছে। এসব নদ-নদীর মধ্যে মধুমতি নদীটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। নদীটি গোপালগঞ্জ জেলাকে করেছে সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা। এর শাখা নদী বাইগারের তীরে টুঙ্গীপাড়া গ্রামের অপরূপ মনোরম পরিবেশে আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে ১৭ মার্চ একটি বিশেষ দিন।

নদীমাতৃক ও মেরিটাইম বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করায় সমুদ্র উপকূলীয় প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর বিশেষ দরদ ছিল। তিনি নদী ও সমুদ্র সম্পদের উন্নয়নে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে অসাধ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন বলেই তাঁকে মেরিটাইম বাংলাদেশের স্থপতি বা স্বপ্নদ্রষ্ঠা বলা হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আজকের আলোচনা সভার প্রতিপাদ্য "বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা" একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরূপ একটি বিষয় নির্ধারনের জন্য আমি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান সরকার টানা ৪র্থ বারের মতো সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। ২০২৪ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল-

"স্মার্ট বাংলাদেশ
উন্নয়ন দৃশ্যমান
বাড়বে এবার কর্মসংস্থান।"

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার এখন সরকারের ও জনগণের ইশতেহারে পরিণত হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজকের আলোচনায় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ভবিষ্যত পথ চলার লক্ষে আগামী ১০০ বছরের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রদান করেছেন। আমি আজকের এই আলোচনাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে চাই।

১। বঙ্গবন্ধু ও মেরিটাইম বাংলাদেশ
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে মেরিটাইম সেক্টরের বিস্ময়কর উন্নয়ন
৩। স্মার্ট বাংলাদেশ মেরিটাইম সেক্টরে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

১। বঙ্গবন্ধু ও মেরিটাইম বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবায়ন করেছিলেন অনেক অসাধ্য কর্মসূচির। একটি দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর একটি সময়োপযোগী আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নদ-নদী ও সমুদ্র আমাদের অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশের অস্তিত্বের অংশ এবং অদূর ভবিষ্যতে অনাদর অবহেলায় এ সম্পদ ধ্বংস হতে পারে। এজন্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পূর্ণগঠনের মতো কঠিন কাজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও নদ-নদী খননের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে ভোলেননি তিনি।

প্রিয় মাতৃভূমির শাসনভার হাতে নিয়েই বাংলাদেশের নৌ চলাচল, সমুদ্র ও নদীবন্দর সমূহের, উন্নয়ন ও নৌ শিক্ষার মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার বহুমূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

মেরিটাইম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** বিজয়ের পরে ১৯৭২-৭৫ সালে স্বল্প সময়ে তাঁর সময়োচিত ও সফল উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় **'মেরিটাইম বাংলাদেশ'**

- ১৯৭২ যুক্তরাজ্যের কারিগরী সহায়তায় 'বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা।
- ১৯৭২ যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী মেরিনারদের উচ্চতর শিক্ষায় বৃটিশ সহায়তা/বৃত্তি প্রবর্তন করা।
- ১৯৭২ ৫ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠা করা।
- ১৯৭২-৭৫ বিএসসি-র জন্য ১৯টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করা; ওই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫-১৯৭৯ সালে আরো ৯টি।
- ১৯৭২ চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দরকে মাইনমুক্ত (পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপিত) করা।
- ১৯৭২ মুক্তিযুদ্ধকালে নিমজ্জিত জাহাজ সরিয়ে 'নিরাপদ কর্ণফুলী চ্যানেল' নিশ্চিত করা।
- ১৯৭২ চট্টগ্রাম ড্রাইডক অ্যান্ড হেভী ইন্ডাস্ট্রিজের নির্মাণকাজ শুরু; ১৯৮৩ সনে চালু হয়।
- ১৯৭৩ 'ডেভলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমি ১৯৭৩-৮০' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা।
- ১৯৭৩ রাশিয়ার সহায়তায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা।
- ১৯৭৩ বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের সূত্রে, ১৯৭৯-১৯৮০ সালে 'সম্পূর্ণ নতুন' ৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগৃহীত হয়।
- ১৯৭৩ খুলনা শীপইয়ার্ডে ১,০০০ টনের জাহাজ নির্মিত; বড় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সূচনা।
- ১৯৭৩ বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের সূচনা এবং পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ১৯৭৪ প্রণয়ন করা।
- ১৯৭৪ বঙ্গোপসাগরে অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার এন্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' প্রণয়ন করা।
- ১৯৭৪-৭৫ প্রধানমন্ত্রীর 'অতিরিক্ত' হিসাবে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে মেরিটাইম সেক্টরের বিস্ময়কর উন্নয়ন

সমুদ্র বাংলাদেশের জন্য অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি বঙ্গবন্ধু সামুদ্রিক সম্পদের সরবরাহ, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে কাজ করে গেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মেরিন সেক্টরে বাংলাদেশ বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন করা হচ্ছে, চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল সৌদি আরবের রেড সী গেটওয়ে টার্মিনালকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। মংলা বন্দর আপগ্রেডেশন হচ্ছে। নতুন পায়রা বন্দরের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন নতুন নদীবন্দর স্থাপন করা হচ্ছে। বিএসসি ও বিআইডব্লিউটিসি এর জন্য জাহাজ ও জলযান ক্রয় করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, নতুন নতুন মেরিন একাডেমি, মেরিটাইম ইনস্টিটিউট নির্মিত হচ্ছে। এসব নির্মাণের ফলে বাংলাদেশ মেরিটাইম সেক্টরে এগিয়ে যাবে।

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) নির্বাহী পরিষদে বাংলাদেশ সি-ক্যাটাগরিতে জয়লাভ করেছে। এটি একটি বড় অর্জন। এই অর্জন বাংলাদেশের বৈশ্বিক মেরিটাইম সেক্টর এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সমর্থনের প্রমাণ।

বিগত ১৫ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মেরিটাইম সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে যার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বর্তমান সরকারের বিগত ১৫ বছরের সাফল্য নৌখাতের জয়যাত্রা
(২০০৬-২০২২)

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান	খাত	২০০৬	২০২২	মন্তব্য
১।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	৮.৭৬ লক্ষ	৩১.৪২ লক্ষ	৩.৫ গুন বেড়েছে
		কার্গো হ্যান্ডলিং	৩০১.৩৯ লক্ষ মে.টন	১১৯৬.৬৫ লক্ষ মে.টন	৪ গুন বেড়েছে
		জাহাজ আগমন	১৯৫৭টি	৪৩৬১টি	২ গুন বেড়েছে
		ইয়ার্ডে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা	২৫,৪১৫ TEUS	৫৩,৫১৮ TEUS	২ গুন বেড়েছে
		মোট রাজস্ব আয়	৭৪১.১৩ কোটি	৪০৭২.৫৫ কোটি টাকা	৫.৫ গুন বেড়েছে

২।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	২৫,৫৭১ TEUS	৩২,২৬৯ TEUS	১.২৫ গুন বেড়েছে
		কার্গো হ্যান্ডলিং	৯.১৪ মে.টন	১১৩.৯২ মে.টন	১২ গুন বেড়েছে
		জাহাজ আগমন	১৩১টি	৮৮৬টি	৭ গুন বেড়েছে
		ইয়ার্ডে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা	৩৫০০ TEUS	৬০০০ TEUS	১.৭ গুন বেড়েছে
		মোট রাজস্ব আয়	৪৭.২৪ কোটি টাকা	৩১৭.০৭ কোটি টাকা	৭ গুন বেড়েছে
৩।	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	---		
		কার্গো হ্যান্ডলিং	---	৪০.২৭ মে.টন	
		জাহাজ আগমন	---	৯৪৭টি	
		ইয়ার্ডে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা	---	১৫০.০০০ TEUS	
		মোট রাজস্ব আয়	---	৩৯৩কোটি	
৪।	মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর	নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে			
৫।	বিআইডব্লিউটিএ	সচল নৌপথ	৩৪৪০ কি.মি	প্রায় ৭০০০ কি.মি. লক্ষ্যমাত্রা ১০,০০০কি.মি.	২ গুন বেড়েছে
		উন্নয়ন ড্রেজিং	২০ লক্ষ	২৪২ লক্ষ ঘনমিটার	১২ গুন বেড়েছে
		সংরক্ষণ	২০.৪২ লক্ষ	২২৬ লক্ষ ঘনমিটার	১১ গুন বেড়েছে
		ড্রেজার সংখ্যা	৭টি	৪৫টি	৬ গুন বেড়েছে। আরও ৩৫টির ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে
		জলযানের সংখ্যা	৫১	৩২৪টি	৬ গুন বেড়েছে
		মোট নদী বন্দরের সংখ্যা	১১টি	৪৪টি (২০২৩)	৪ গুন বেড়েছে
		পরিবাহিত মালামাল	৫.৩৮ মে.টন	১.৩৯৪ লক্ষ মে.টন	২ গুন বেড়েছে
		পরিবাহিত যাত্রী	১৩.৬৬ কোটি	২৭.৩৭ কোটি	২ গুন বেড়েছে
		ঘাটের সংখ্যা	৪৪৬টি	৪৬২টি	বেড়েছে
		মোট রাজস্ব আদায় (নিজস্ব)	৭৯৮৩১ কোটি	৩০৯.৬৬ কোটি	৪ গুন বেড়েছে
		নৌপ্রটোকলে জাহাজের ভয়েজ অনুমোদন	১৪৯২	৪৩২৭	৩ গুন বেড়েছে
		পন্টুনের সংখ্যা	৩৮৬	৬৪১	১.৬ গুন বেড়েছে
		ঢাকার চারপাশে ওয়াকওয়ে	---	৫ কিমি	
		সীমানা পিলার স্থাপন	---	২০০২টি	
৬।	বিআইডব্লিউটিসি	ফেরির সংখ্যা	৩৫ টি	৫৩টি	১.৫ গুন বেড়েছে
		ফেরিঘাটের সংখ্যা	৮ টি	১৪ টি	১.৭৫ গুন বেড়েছে
		জাহাজের সংখ্যা	১৪৮ টি	১৮০ টি	৩৫টি নতুন জলযান ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে
		মোট রাজস্ব আয়	১৭০ কোটি	৪১০.৩০ কোটি	২.৫ গুন বেড়েছে
৭।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	জাহাজের সংখ্যা	১৩	৭	
		রাজস্ব আয়	৩২১ কোটি	৪৪৯.৫৭ কোটি	১.৪ গুন বেড়েছে
		নতুন জাহাজ ক্রয়	---		৪টি নতুন জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে
৮।	মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম	মেরিন একাডেমির সংখ্যা	১টি সরকারি	৬টি সরকারি	৬ গুন বেড়েছে
		ক্যাডেট গ্রাজুয়েশন	৬৯ জন	৩৫৯জন (বার্ষিক)	৫ গুন বেড়েছে

		মেরিনারদের বার্ষিক বৈঃমুঃ আয়	১৫০ মি. মা.ড. (১০০০ কোটি টাকা)	৪০০ মি. মা. ড. (৪৪০০ কোটি টাকা)	৪.৪ গুন বেড়েছে
৯।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	অভ্যন্তরীণ নাবিকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ	৫৬ জন	৪৭৫৮ জন	৮৫ গুন বেড়েছে
		নৌযান সার্ভে	১৬০০	৯৪১২টি	৬ গুন বেড়েছে
		নৌযান রেজিস্ট্রেশন	১২৪৬	২১০৩টি	১.৬ গুন বেড়েছে
		নকশা ও ডিজাইন অনুমোদন	---	৬৮২টি	
		বিদেশী জাহাজ পরিদর্শন	১৫০টি	১০৬১	৭ গুন বেড়েছে
		চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজের আগমন ও নির্গমন অনুমতি	১৯৫৭	৪৭৩১টি ৪৬৩২টি	৫ গুন বেড়েছে
		বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের অনুমোদন	---	৯১টি	

৩। স্মার্ট বাংলাদেশ মেরিটাইম সেক্টরে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

মেরিটাইম সেক্টর বা মেরিটাইম ইন্ডাষ্ট্রি হলো পানিবাহিত বাণিজ্য, সহজ ভাষায় এটি হলো পানির উপর দিয়ে মানুষ এবং পণ্য পরিবাহিত করা। সারা বিশ্বে সমুদ্র বা নৌপথের সাথে বিশেষ করে নেভিগেশন, শিপিং এবং সামুদ্রিক প্রকৌশলের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই মেরিটাইম।

মেরিটাইম বাংলাদেশ

বাংলাদেশে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম নৌ যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের প্রায় ৩৫০০টি নদী রয়েছে যার নৌপথের দৈর্ঘ্য বর্ষা মৌসুমে ২৪০০০ কিলোমিটার। আমাদের রয়েছে বিশ্বের বড় ডেল্টা (Ganges Delta) এবং বিশ্বের অন্যতম বড় বে রয়েছে (Bay of Bengal), আমাদের সবচেয়ে বড় সী-বিচ কক্সবাজার রয়েছে। বিশ্বের পুরাতন বন্দরগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর। এছাড়া আমাদের আরও তিনটি সমুদ্র বন্দর রয়েছে। আমাদের Unsinkable Sampan তৈরির ঐতিহ্য রয়েছে। এক সময়ে (18^{th} Century) বাংলাদেশের তৈরি কাঠের জাহাজ তুরস্ক, চীন, পর্তুগাল ও জার্মানীতে রপ্তানী করা হতো। বাংলাদেশের ১৪০০০ নাবিক বিশ্বের সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ করছে। বাংলাদেশে প্রায় ২০০ এর মতো জাহাজ তৈরীর শিল্প রয়েছে। যেখানে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ কাজ করছে। আমরা এখন বিদেশে জাহাজ রপ্তানী করছি।

আমাদের শতবর্ষ পুরনো Bay Fishing ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে সি-ক্যাটাগরিতে IMO এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এর ফলে মেরিটাইম সেক্টরে বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম WMU Sweden এর Partner হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশে মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় (BSMRMU) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে ৭টি MET প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিএসসি ও বেসরকারী মালিকানাধীন ৯৭টি সমুদ্রগামী জাহাজ রয়েছে। এসব কিছুই মেরিটাইম বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সক্ষমতা ও উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরছে।

মেরিটাইম বা সুনীল অর্থনীতি

সমুদ্র হলো পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার। সমুদ্র মৎস্য সম্পদের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটায়। মানুষ ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয়। এছাড়া সমুদ্র বালি ও খনিজ সম্পদে ভরপুর।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট সমুদ্র সীমা ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার, যা মূল ভূখন্ডের প্রায় সমান। সমুদ্র সীমা জয়ের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের এক অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সুনীল অর্থনীতি বা মেরিটাইম অর্থনীতি হতে। এর একটি বিশাল অবদান রয়েছে মেরিন সেক্টর হতে। বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ মাছ শিকারের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৬০ লাখ বাংলাদেশি সমুদ্রের পাড়ে থেকে লবন তৈরি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে জড়িত। দেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল।

এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার এরই মধ্যে সমুদ্রকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ২৬টি পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো হলো শিপিং, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্র বন্দর, ফেরির মাধ্যমে যাত্রী সেবা, অভ্যন্তরীণ নৌপথে পরিবহন জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প, মৎস্য সামুদ্রিক জলজ পণ্য, সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি, তেল ও গ্যাস, সমুদ্রের লবন উৎপাদন, মহাসাগরের নবায়নযোগ্য শক্তি, ব্লু-এনার্জি, খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক জেনেটিক সম্পদ, উপকূলীয় পর্যটন, বিনোদনমূলক জলজ ক্রীড়া,

ইয়টিং ও মেরিনস, ক্রুজ পর্যটন, উপকূলীয় সুরক্ষা, কৃত্রিম দ্বীপ, সবুজ উপকূলীয় বেল্ট বা ডেল্টা পরিকল্পনা, মানব সম্পদ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও নজরদারি এবং সামুদ্রিক সমষ্টি স্থাপক পরিকল্পনা। এই ২৬টি পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলোই মেরিটাইম সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এর মধ্যে পাঁচ ধরণের কৌশল নেয়া হয়েছে। সেগুলো হলো -

১। সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পন্ন করা
২। উপকূলীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি, সমুদ্র বন্দরগুলো আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
৩। অগভীর ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কার্যক্রম জোরদার
৪। সমুদ্রে ইকো টুরিজম ও নৌবিহার কার্যক্রম চালু করা
৫। সমুদ্র উপকূল ও সমুদ্র বন্দরগুলো দূষণমুক্ত রাখা

এর বেশির ভাগ কার্যক্রমই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন। এগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে, একই সাথে বিপুল পরিমানে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে।

সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিকদের চাহিদা ও সরবরাহ

সারা বিশ্বে ১৫০টি দেশে প্রায় ৫০,০০০ মার্চেন্ট শীপ নিবন্ধিত আছে। এগুলোতে প্রায় ১৮,৯২,০০০ হাজার নাবিকের কর্মসংস্থান রয়েছে। যার মধ্যে ৮,৫৭,০০০ (৪৫.৩%) মেরিনার এবং ১০,৩৫,০০০ (৫৪.৭%) রেটিং রয়েছে। এদের মধ্যে ফিলিপিনের রয়েছে প্রায় ১/৪ অংশ ৪,৮৯,০০০ (২৫.৮৪%), চীনের ৪,০০,০০০ (২১.১৪%), ভারতের ২,৫০,০০০ (১৩.২১%), রাশিয়ান ফেডারেশনের ২,৭৭,০০০ (১৫%) বাংলাদেশের মাত্র ১৭,০০০ (০.৯০%), অন্যান্য দেশের (২৪.৩৪%)।

বাংলাদেশ সরকার মেরিটাইম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারীভাবে প্রায় ১৪টি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এন.এম.আই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৭টি। এগুলো কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়া একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারীভাবে নানা ধরণের মেরিটাইম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেরিনার ও রেটিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, যা দেশী ও বিদেশী জাহাজে কাজ করার সুযোগ এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সারা বিশ্বে প্রায় ২০,০০,০০০ নাবিকের চাহিদা রয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ১০,৮০০ নাবিকের ঘাটতি রয়েছে যা বাংলাদেশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পূরণ করা যেতে পারে। একটি পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, ২০২৬ সাল নাগাদ মার্চেন্ট শীপে অতিরিক্ত ১,৯৭,৫০০ জন নাবিকের প্রয়োজন হবে। যার মধ্যে মেরিনার ৮৯,৫০০ জন এবং রেটিং ১০,৮০০০ জন।

বাংলাদেশের নাবিকদের কর্মসংস্থান ও মেরিন অর্থনীতি

বাংলাদেশের একটি দীর্ঘ মেরিটাইম ইতিহাস ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমল থেকে শুরু হয়েছে। নাবিক পেশা বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পেশা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ৫০,০০০ এর অধিক বাংলাদেশী বিদেশি জাহাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর সংখ্যা ১৭,০০০ এ নেমে এসেছে। প্রতি বছর বাংলাদেশী নাবিকগণ প্রায় ৪০০ মিঃ ইউএস ডলার রেমিট্যান্স আনে, যা বেশি বেশি নাবিক সরবরাহকারী দেশগুলোর তুলনায় নিতান্তই কম।

বাংলাদেশের The New National Policy 2022 অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন বা ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে নেমে আসবে। এক্ষেত্রে মেরিটাইম সেক্টরে ২.৩ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে জিডিপিতে মেরিন সেক্টরের অবদান হচ্ছে প্রায় ৪%, ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হতে হলে ২০৩৫ সাল নাগাদ জিডিপিতে মেরিন সেক্টরে অবদান হতে হবে ১৫% এর উর্ধ্বে। বাংলাদেশে বছরে জাহাজে পন্য আমদানি ও রফতানি হয় ১২০ বিলিয়ন ডলারের। প্রায় ৫০০০ জাহাজে এসব পন্য পরিবহন বাবদ ভাড়া দিতে হয় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের মালিকানায় আছে মাত্র ৯৭টি জাহাজ। বিশাল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করার জন্য বাংলাদেশী মালিকানাধীন জাহাজের সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশী জাহাজে চাকরি না পাওয়ার কারণ সমূহ

১৯৭২-১৯৭৪ সালে বিএসসি'র জাহাজের সংখ্যা ছিল ৩৮টি। বর্তমানে ৮টিতে নেমে এসেছে। যার ফলে চাকরির সুযোগ বহুলাংশে কমে গেছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে বাংলাদেশের পতাকাবাহী মোট জাহাজের সংখ্যা ৯৭টি এ সকল জাহাজে কাজের অভিজ্ঞতার সুযোগ কম থাকায় সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজে চাকরীর কম সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

নাবিকদের শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট ও দলিলাদি অনেক সময় জাল ও ভূয়া হওয়ায় বিদেশি কোম্পানী কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। এ কারণে ভিসা পেতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে আশার বিষয় বর্তমানে নৌপরিবহন অধিদপ্তর Online পদ্ধতি চালু করেছে। যাতে অচিরেই এই সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী অন্য দেশ হতে Onboard হওয়ার জন্য নাবিকদের ভিসা পেতে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। বিদেশী জাহাজের নাবিকদের চাকুরির জন্য ম্যানিং এজেন্টদের অধিকাংশই সরাসরি এজেন্ট নয়। এতে চাকুরি পেতে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশে নাবিকদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর অপ্রতুলতা থাকায় নিম্নমানের নাবিক তৈরি হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক চাকুরি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। বিদেশি অন্যান্য দেশের নাবিক বিশেষ করে ফিলিপিনো নাবিকদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তারা জাহাজে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে এবং আইন মেনে চলে। বাংলাদেশি নাবিকদের এই বিষয়ে বেশ ঘাটতি রয়েছে।

নাবিকদের অধিক কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

সরকার বিএসসির জন্য আরো নতুন জাহাজ সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে করে ক্যাডেটগণ ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। সরকার মেরিন শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার জন্য এবং বর্তমান চাহিদা পূরণের জন্য অধিক সংখ্যক নতুন মেরিন একাডেমি, এন.এম.আই এবং মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সিমুলেটর ইত্যাদি অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। মেরিন একাডেমিকে মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হচ্ছে। নারী ক্যাডেটদেরকেও এ পেশায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মেরিন একাডেমিগুলোতে সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজে নিয়োগের লক্ষে Employment Policy for seafarers in Bangladesh Flagship প্রণয়ন করা হচ্ছে। Marine Engineering Training (MET) প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া IMO এর সাথে বাংলাদেশের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কারিকুলাম অন্তর্ভূক্ত করায় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার

সিঙ্গাপুর একসময় একটি জেলে অধ্যুষিত ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র ছিল। শুধু একটি বন্দর দিয়ে তারা আজ সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছে। আমাদের বর্তমানে ৪টি বন্দর রয়েছে। এগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমাদেরও সে ধরণের সম্ভাবনা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সঠিক কর্ম পরিকল্পনায় মেরিটাইম সেক্টর অচিরেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গার্মেন্টস শিল্পের পরেই এর অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বাংলাদেশ মেরিটাইম ভিশনের স্বপ্নদ্রষ্ঠা ও স্থপতি জাতির পিতার ১০৪তম জন্ম দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে আমার লেখা একটি কবিতা দিয়ে সমাপ্তি করতে চাই।

মুজিব তুমি আছো বুকে

তোমার শুভ জন্মদিন
ঘরে ঘরে জন্ম হোক
এক একজন শেখ মুজিব।
জাতির মুক্তিকামী, দুরন্ত
নির্ভীক এক দেশপ্রেমিক।

জল, স্থল আর সমুদ্রের নীলিমায়
তুমি আছো ছায়া হয়ে,
আমার শেকড় আর
অস্তিত্বের সীমানায়।

তোমার আশিস নিয়ে
ছড়িয়ে যাবো বিশ্ব মাঝে,
লাল সবুজের পতাকা হাতে
মুজিব তুমি আছো বুকে,
তাইতো আছি অনেক সুখে।

তথ্য সূত্র :

১। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ২০২০

২। Humayun Rashid Askari and others, The Maritime Sector in the Economic Development of Bangladesh, BMJ, Vol 5, Issue 1, 2022, p 111-126

৩। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ২০২৩

৪। উন্নত ও স্মার্ট অগ্রযাত্রায় নৌখাত ২০০৯-২০২৩ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, নভেম্বর, ২০২৩

৫। Dewan Mazharul Islam and others, Seafarers Employment Issues; Bangladesh Perspective, BMJ, Vol 5, Issue 1, 2022, p 181-192